



## 121550 - ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলতে কী বুঝায়?

প্রশ্ন

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলতে কী বুঝায়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি নতুন মতবাদ। এটি একটি ভ্রান্ত আন্দোলন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করা, দুনিয়া ও দুনিয়ার মজা নিয়ে মতে থাকা। আখরোতকে ভুলে গিয়ে, অথবা আখরোতকে উপেক্ষা করে পার্থিব জীবনকে মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা। পরকালরে আমলের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপে না করা ও গুরুত্ব না দেয়া। ধর্মনিরপেক্ষতায় বশ্বাসী ব্যক্তির ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামে এ হাদিসটি হুবহু মিলে যায়- “দনিার ও দরিহামরে পূজারি ধ্বংস হোক। ধ্বংস হোক কারুকাজরে পোশাক ও মখমলেরে বলিসী। যদি তাকে কিছু দেওয়া হয় সন্তুষ্ট থাকে; আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে মুখ খুবড়ে পড়ুক অথবা মাথা খুবড়ে পড়ুক। সে কাটা বর্দি হলে কেউ তা তুলতে না পারুক।” [সহি বুখারি (২৮৮৭)]

উল্লেখিত বিশেষণেরে মধ্যে এমন ব্যক্তিরিও পড়বে যারা ইসলামেরে কোন একটি কথা বা কাজকে সমালোচনার পাত্র বানায়। যবে ব্যক্তি ইসলামী শরিয়াকে বাদ দিয়ে মানবরচিত আইনে শাসন পরিচালনা করে সেই ধর্মনিরপেক্ষ। যবে ব্যক্তি ইসলামে নষির্দিষ বিষয় যমেন- ব্যভিচার, মদ, গান-বাজনা, সুদী কারবার ইত্যাদিকে বধৈ বিবেচনা করে এবং বশ্বাস করে যবে, এগুলি থেকে বারণ করা মানুষেরে জন্য ক্ষতিকর ও ব্যক্তিগিত স্বার্থে বাধা দেয়ার নামান্তর সে ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ। যবে ব্যক্তি শরয়ি দণ্ডবধি যমেন- হত্যার শাস্তি, পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুর শাস্তি, ব্যভিচারী ও মদ্যপরে উপর বতেরাঘাতেরে শাস্তি, চোর ও ডাকাতেরে হাত কাটার শাস্তি কায়মে বাধা দেয় অথবা অসম্মতি প্রকাশ করে, অথবা দাবী করে এসব দণ্ডবধি যুগপটৌগী নয়, এগুলি নষিঠুর ও জঘন্য তাহলে বুঝতে হবে সে ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ।

তাদেরে ব্যাপারে ইসলামেরে হুকুম হচ্ছে: আল্লাহ তাআলা ইহুদীরে বশেষিট্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: “তবে কিতমেরা কতিবরে কয়িদংশ বশ্বাস কর এবং কয়িদংশ অবশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদেরে আর কোনই পথ নই।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ৮৫]



সুতরাং যবে ব্যক্তি যবে বধিানগুলো তার মনঃপুত হয় যমেন পারবিারকি আইন, কছি কছি ইবাদত সগেলো মানবে আর যগেলো তার মনঃপুত হয় না সগেলো প্রত্যাখ্যান করে সেও এ আয়াতরে বধিানরে মধ্যে পড়বে। একই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা আরো বলনে: “যবে ব্যক্তি পার্থবিজীবন ও তার চাকচক্যই কামনা করে, আমি দুনিয়াতহে তাদরেকে তাদরে আমলরে প্রতফিল ভগেগ করিয়ে দবে এবং এতে তাদরে প্রত কিছিমাত্র কমত কিরা হববে না। এরাই হল সসেব লোক আখরোতে যাদরে জন্য আগুন ছাড়া কছি নহে।” [সূরা হুদ, আয়াত: ১৫-১৬]

ধর্মনিপকেষাবাদীদরে টার্গটে হলো- দুনিয়া কামাই করা, দুনিয়ার মজা উপভোগ করা। এমনকি ইসলামে সেটো হারাম হলবে, কোন ফরজ ইবাদত পালনে প্রতবিন্দক হলবে। তাই তারা এ আয়াতরে হুমকি অধীনে পড়বে এবং এই আয়াতরে অধীনেও পড়বে “যবে কেটে ইহকাল কামনা করে, আমি সসেব লোককে যা ইচ্ছা অতসিত্বর দিয়ে দেই। অতঃপর তাদরে জন্যে জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা তাতে নিন্দিত-বতিড়িত অবস্থায় প্রবশে করবে।” [সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ১৮] এ অর্থবোধক অন্যান্য আয়াত ও হাদিসগুলো তাদরে ব্যাপারে প্রযোজ্য হববে।

আল্লাহই ভাল জাননে।